सत्यमेव जयते

বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

সংশোধিত নির্দেশিকা

(এপ্রিল, ২০০৮)

Bidhayak Elaka Unnayan Prakalpa

REVISED GUIDELINES

(April, 2008)

উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পৌরভবন, এফ. ডি.–৪১৫এ

বিধাননগর, কলকাতা–৭০০ ১০৬

Development and Planning Department

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Poura Bhavan, FD–415A

Bidhannagar, Kolkata – 700 106

উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পৌরভবন, এফ. ডি.-৪১৫এ, সেক্টর-৩, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০ ১০৬

নং ৭৫৮/ডিপি/বি.ই.ইউ.পি./১জি-১/২০০৬ (পার্ট-১)/আর তারিখ : কলকাতা, ৪ঠা জুন, ২০০৮

প্রেরক : শ্রীমতী জয়া দাস গুপ্ত
প্রধান সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাপক : (১) শ্রী / শ্রীমতী ....
সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

(২) সভাধিপতি,
....................................জেলা পরিষদ / শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

(৩) জেলাশাসক ....

(৪) প্রধান সচিব, দার্জিলিং গোর্খা স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদ

(৫) প্রধান সচিব, পার্বত্য বিষয়ক বিভাগ / পৌর বিষয়ক বিভাগ

(৬) প্রধান সচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

(৭) কমিশনার, ... বিভাগ

(৮) অধিকর্তা ও মুখ্য নির্বাহী, রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা

(৯) প্রধান সচিব, অর্থ বিভাগ

(১০) কোষাগার ও গণন অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

(১১) সচিব, ...
জেলা পরিষদ / শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

(১২) মহাগাণনিক, পশ্চিমবঙ্গ (নিরীক্ষা-১)

(১৩) একান্ত সচিব, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী / রাষ্ট্রমন্ত্রী,
.... বিভাগ

(১৪) সচিব, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

(১৫) কমিশনার, কোলকাতা পৌর সংস্থা

বিষয় : বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ে সংশোধিত নির্দেশিকা, ২০০৮

মহাশয়া / মহাশয়,

বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প ২০০০-২০০১ সালে শুরু হয় যাতে বিধায়করা জেলার বা কলকাতা পুরনিগম/দার্জিলিং গোর্খা স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদের সার্বিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজ নিজ এলাকায় স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করার জন্য পুঁজিনিবিড় উন্নয়ন কর্মপ্রকল্পসমূহ সুপারিশ ও রূপায়ণ করতে পারেন। এই প্রকল্প রূপায়ণের কাজের সাহায্যার্থে একটি নির্দেশিকা আগেই ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে জারি করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে বিধায়কদের কাছ থেকে, বিভিন্ন রূপায়ণকারী সংস্থার কাছ থেকে, জেলা পরিষদ এবং অন্যান্য সংগঠনের কাছ থেকে বেশ কিছু প্রস্তাব আসে।

প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, আগস্ট ২০০৫-কে পরিবর্তিত ও সংশোধিত করে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ে সংশোধিত নির্দেশিকা ২০০৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প নির্দেশিকা ২০০৮, ১লা এপ্রিল ২০০৮ থেকে কার্যকর হবে।

পূর্বের সরকারী আদেশনামা নং ৭৫৮/ডি.পি./বি.ই.ইউ.পি./১জি-১/২০০৬ (পার্ট-১), তারিখ ২০।৩।২০০৮-এ কতিপয় মুদ্রণ ত্রুটির কারণে সংশোধিত সরকারী আদেশনামা নং ৭৫৮/ডি.পি./বি.ই.ইউ.পি./১জি-১/২০০৬ (পার্ট-১)/আর, তারিখ ৪।৬।২০০৮-এ জারি হয় যা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংযুক্ত করা হল।

ভবদীয়া,

জয়া দাস গুপ্ত
প্রধান সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

সংশোধিত নির্দেশিকা

(এপ্রিল, ২০০৮)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০০-২০০১ আর্থিক বছরে "বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে"র (বি.ই.ইউ.পি.) সূচনা করেছিলেন এবং ওই আর্থিক বছরে বিধানসভার প্রতিটি সদস্যের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ২০০১-২০০২ সালে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়িয়ে বিধায়ক প্রতি বছরে ২৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এই অর্থাংক ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪০ লক্ষ টাকা* এই অর্থ সামগ্রিক এলাকা উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জেলা/পৌরসভা/পৌরনিগম এবং গোর্খা স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদে বিধায়কগণ নিজ নিজ এলাকায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রয়োজনে, স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি এবং পরিষেবা সহায়ক প্রকল্প রূপায়িত করতে ব্যয় করবেন। এজন্য নির্দেশিকা তৈরী হল। এই নির্দেশিকা, বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প নির্দেশিকা, ২০০৮ নামে পরিচিত হবে।

১. **প্রকল্প :**

১.১ প্রত্যেক বিধায়ক বিধানসভার সদস্য থাকাকালীন প্রতি আর্থিক বছরে নিজ নিজ বিধানসভা ক্ষেত্রের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রকল্প সুপারিশ করতে পারবেন। এই প্রকল্পের কাজকর্ম হবে উন্নয়নমূলক এবং নিজ নিজ এলাকার প্রয়োজন-ভিত্তিক। স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের অর্থ সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিষেবা সহায়ক ও গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উপকারে ব্যয়ের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। বিধায়ক উন্নয়নমুখী কর্ম প্রকল্পের সুপারিশ করবেন এবং তা সংশ্লিষ্ট জেলা পরিকল্পনা কমিটি অথবা নিজ নিজ কমিটি অথবা নিজ নিজ কমিটিকৃত জেলা/পৌরসভা/পৌরনিগম/গোর্খা স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদের সামগ্রিক অগ্রাধিকারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। যে সমস্ত কর্মপ্রকল্প অনুমোদনযোগ্য তার একটি তালিকা পরিশিষ্ট-১-এ দেওয়া হল।

১.২ স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি কর্তৃক অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে বিধায়কগণ শেড নির্মাণ-সহ বিভিন্ন প্রকল্প সুপারিশ করতে পারবেন।

---

* এই অর্থাংক ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ লক্ষ টাকা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আদেশনামা ১১৮ এফ. এস. তাং ২৬/৫/২০০৮ ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১.৩ এই প্রকল্পের কোনো অর্থ সরকারী, পঞ্চায়েত বা অন্য কোনো সংস্থার বেতন ও ভাতা, গাড়ি, বাতানুকূল যন্ত্র বা অন্যান্য ভোগ্যপণ্য ক্রয়, দামী বিজ্ঞাপন ফলক ইত্যাদির জন্য ব্যয় করা যাবে না। প্রকল্পের কাজে সমষ্টির উপকার সাধিত হতে হবে, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান বা একক ব্যক্তির উপকারে ব্যবহৃত হবে না। যেসমস্ত কর্মপ্রকল্প অনুমোদনযোগ্য নয় তার একটি তালিকা পরিশিষ্ট-২-এ দেওয়া হলো।

২. কর্ম প্রকল্প সমূহের সুপারিশ অনুমোদন ও সেগুলি সম্পাদন :

২.১ এই প্রকল্পের অধীনে প্রত্যেক বিধায়ক তাঁদের আর্থিক অধিকার অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মপ্রকল্প বিধানসভার অধিবেশনে প্রত্যেক আর্থিক বছরে যত শীঘ্র সম্ভব নির্দেশিকা অনুসারে পেশ করবেন। এইসব কর্মপ্রকল্পের প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ সুপারিশ করার তিন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে (যেমন - সম্ভবপরতা/আনুমানিক হিসাব প্রস্তুতি/পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন)! কোনো বিধায়ক পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর বা তাঁর সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করার পর বা তাঁর কার্যকাল শেষ হবার পর কোনো প্রস্তাব পেশ করতে পারবেন না।

২.২ বিধায়করা নিজ বিধানসভা ক্ষেত্রের উন্নয়নের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে নির্দেশাবলীর অনুচ্ছেদ-১.১ থেকে ১.৩ অনুসারে প্রকল্পের রূপরেখা তৈরী করবেন। জেলার সামগ্রিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখার জন্য এবং একাধিক প্রকল্পে একই কাজের পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য কর্মপ্রকল্পগুলি সংশ্লিষ্ট জেলা পরিকল্পনা কমিটির সচিবের কাছে পরামর্শ এবং অর্থ মঞ্জুরীর জন্য পাঠাতে হবে। এটি কলকাতা পৌরনিগম ও দার্জিলিং গোর্খা স্বশাসিত পরিষদ-এর জন্য প্রযোজ্য নয়।

২.৩ এই প্রকল্পে যে কর্মপ্রকল্প সুপারিশ করা হচ্ছে সেই কাজটির অবস্থান, জমির মালিকানা সম্বন্ধে তথ্য, প্রস্তাবিত ব্যয় যা যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরীক্ষিত এবং যাঁরা উপকৃত হবেন, এই সমস্ত বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। যে জমিতে কর্মপ্রকল্পটি সম্পাদিত হবে তা সরকারের, পুরসংস্থা বা পঞ্চায়েতের অধিকারে থাকা চাই। যদি কোনো বিশেষ কর্মপ্রকল্প কোনো বেসরকারী জমিতে সম্পাদন প্রস্তাবিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অনুমোদনকারী সংস্থার কাছে জমির মালিককে "কোনো আপত্তি নাই" জানিয়ে একটি শংসাপত্র দিতে হবে।

২.৪ কলকাতা পৌর এলাকার বিধানসভা ক্ষেত্রগুলির বিধায়কদের এই কর্মপ্রকল্প কলকাতা পৌরসভার কমিশনারের কাছে পাঠাতে হবে। আর দার্জিলিং গোর্খা

স্বশাসিত পার্বত্য পর্ষদের ক্ষেত্রে বিধায়করা তাঁদের কর্মপ্রকল্পগুলি দার্জিলিং গোর্খা স্বশাসিত পার্বত্য পর্ষদের প্রধান সচিবের কাছে পাঠাবেন।

২.৫ কমিশনার, কলকাতা পৌরসভা/প্রধান সচিব, দার্জিলিং গোর্খা স্বশাসিত পার্বত্য পর্ষদ/জেলা শাসক, যারা এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে তাদের এলাকার অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ, তাঁরা শুধুমাত্র যথাযথভাবে পরীক্ষিত প্রস্তাবগুলির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমোদন ও আর্থিক অনুমোদন দেবেন। এই অনুমোদন দেবার আগে তাঁরা বিধায়কদের সুপারিশ করা প্রস্তাবগুলি ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরীক্ষিত প্রস্তাবগুলির ভিত্তিতে বিস্তারিত কর্মপ্রকল্পগুলি প্রস্তুত করাবেন। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত কর্মপ্রকল্পগুলি এই পুস্তিকার ২.৮-এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত রূপায়ণকারী সংস্থার কাছে পাঠাবেন। অনুমোদন-আদেশের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিধায়ককে দিতে হবে। এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য অর্থ সংশ্লিষ্ট অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অধিকারে দেওয়া হবে। তাঁরা এই অর্থ যেসমস্ত প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে সেগুলির সম্পাদনকারী সংস্থার নিয়ামক দপ্তরকে বরাদ্দ করবে। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ রূপায়ণের উপর নজরদারি করবেন, খরচের বিবরণ নেবেন এবং একটি সদ্ব্যবহার শংসাপত্র নেবেন এবং এই বিষয়ে একটি একীকৃত বিবরণী তৈরী করে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও নিয়ামক দপ্তরকে পাঠাবেন।

২.৬ যদি কোনো বিধানসভা ক্ষেত্র একাধিক জেলার মধ্যে পড়ে তবে ওই বিধানসভা ক্ষেত্রের অধিকাংশ যে জেলার মধ্যে পড়বে সেই জেলার অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ সমগ্র বিধানসভা ক্ষেত্রের প্রকল্পের অনুমোদনের ভারপ্রাপ্ত হবেন এবং মূল বিভাগ থেকে এইসব প্রকল্পের অর্থ ওই জেলাতেই বরাদ্দ করা হবে। ওই বিধানসভা ক্ষেত্রের যে অংশ অন্য জেলায় অবস্থিত সেই এলাকার জন্য সম্পাদনকারী সংস্থা ওই অন্য জেলা থেকে বেছে নেওয়া হতে পারে।

২.৭ একজন মনোনীত বিধায়কও প্রতি আর্থিক বছরের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা অবধি ব্যয়ক্রমের জন্য কর্মপ্রকল্প সমূহ সুপারিশ করতে পারবেন। তিনি রাজ্যের যে কোন জায়গায় কর্মপ্রকল্প রূপায়ণের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন এবং এ-বিষয়ে পূর্বেই সঞ্চালক বিভাগকে জানিয়ে দেবেন। সঞ্চালক বিভাগ সংশ্লিষ্ট অনুমোদনকারী সংস্থাকে অর্থ মঞ্জুর করবেন। এই মনোনীত বিধায়ককর্তৃক প্রস্তাবিত কর্মপ্রকল্পে অর্থ অনুমোদন আগের অনুচ্ছেদে যেভাবে বলা আছে সেইভাবে হবে।

২.৮ এই প্রকল্পের অধীনস্থ কর্মপ্রকল্পগুলি পঞ্চায়েত, পৌরসভা/পৌরনিগম, সরকারী বিভাগ, সরকারী নিগম, স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী বা সরকারের অধীন সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত হবে। সংশ্লিষ্ট বিধায়কের সঙ্গে আলোচনা করে নির্দিষ্ট সম্পাদনকারী

সংস্থা ঠিক করা যেতে পারে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উপরোক্ত সংস্থাগুলি ছাড়াও অন্য সংস্থার দ্বারা কর্মপ্রকল্পগুলি সম্পাদিত হতে পারে। যদি প্রকল্প অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ওই সংস্থার কাজের বিশ্বাসযোগ্যতায় সন্তুষ্ট হন তাহলে অনুমোদনের সময় এই ধরনের সংস্থাকে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি করতে হবে যে প্রকল্পের জন্য তাঁদের কাছে যে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে তা ওই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে অন্যথায় ওই অর্থ তাঁরা সরকারকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন।

২.৯ রাজ্য সরকারের কোনো কর্মপ্রকল্প সম্পাদনের জন্য যে সাধারণ নিয়মনীতি মেনে চলা হয়, এই প্রকল্প সম্পাদনের ক্ষেত্রেও তা মেনে চলতে হবে।

২.১০ অনুমোদন-কর্তৃপক্ষ বিধায়কের পরামর্শক্রমে কোনো নির্দিষ্ট কর্মপ্রকল্পের অধীক্ষণের জন্য একটি সুবিধাভোগী কমিটি গঠন করবেন। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা তিনের বেশী হবে না এবং এঁদের মধ্যে একজন বিধায়কের ইচ্ছা অনুসারে মনোনীত হতে পারেন।

২.১১ সার্বিক বিকাশের অংশ হিসাবে একজন বিধায়ক এই প্রকল্পের অধীনে তফশিলীজাতি/উপজাতি/মহিলা/ শিশু/সংখ্যালঘু সম্পর্কিত দীর্ঘ কর্মপ্রকল্পও এ-বিষয়ে জেলা পরিকল্পনা কমিটি/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

২.১২ পূর্ববর্তী বিধায়কের সুপারিশ করা কাজের মঞ্জুরী প্রশাসনিক কারণে আটকে থাকলে তা মঞ্জুর করে কাজটি সম্পাদন করতে হবে এবং এই তথ্য ওই বিধানসভা ক্ষেত্রের নবনির্বাচিত বিধায়ককে জানাতে হবে।

২.১৩ যদি পূর্ববর্তী বিধায়কের সুপারিশ করা কাজের রূপায়ণ চলতে থাকে তবে তা সম্পূর্ণ করতে হবে। আগের বিধানসভার বিধায়ক বর্তমান বিধানসভার সদস্য না থাকলেও তাঁর সুপারিশকৃত কাজ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা মঞ্জুর হয়েও রূপায়িত না হয়ে থাকলে তাও রূপায়িত করতে হবে। বিশেষ কোনো কর্মপ্রকল্পের কাজ তদারকির জন্য সুবিধাভোগী সমিতি গঠিত হয়ে থাকলে সেটি কাজ চালিয়ে যাবে ও তাতে নতুন বিধায়কের মনোনীত একজন অতিরিক্ত সদস্য থাকবেন।

২.১৪ যদি কোনো পূর্বে মঞ্জুর হওয়া কর্মপ্রকল্প আংশিক সম্পাদিত হয়ে থাকে তবে ওই অসমাপ্ত কাজ প্রকল্পের প্রকৃতি ও উপযোগিতা বিবেচনা করে বিধায়কের জন্য নির্দিষ্ট টাকার অব্যবহৃত অংশ থেকে সম্পন্ন করতে হবে এবং যদি ওই বিধানসভা ক্ষেত্রের জন্য কোনো তহবিল অবশিষ্ট না থাকে তবে নবনির্বাচিত বিধায়কের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর নির্দিষ্ট অর্থ থেকে কাজটি সম্পূর্ণ করতে হবে।

২.১৫ মঞ্জুর হওয়া কর্মপ্রকল্পসমূহ অবশ্যই সম্পাদন করতেহবে। যদি মঞ্জুর করা কোনো প্রকল্প প্রযুক্তিগত কোনো বড়ো ত্রুটি বা প্রশাসনিক জটিলতার কারণে রূপায়িত না হয়ে থাকে তবে তা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ নবনির্বাচিত বিধায়কের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে সংশোধন করতে পারেন।

২.১৬ যখন কোনো বিধায়ক পূর্ববর্তী বিধায়কের সদস্যপদ অবসান বা পদত্যাগ ইত্যাদি কারণে ওই নির্বাচন ক্ষেত্রের জন্য নির্বাচিত হবেন তিনি পূর্ববর্তী বিধায়কের সুপারিশকৃত এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা মঞ্জুরীকৃত প্রকল্পের পরিবর্তন করতে পারবেন না।

২.১৭ যদি যে কোন কারণেই হোক বিধায়ক কর্তৃক প্রস্তাবিত কর্মপ্রকল্পের আংশিক বা সম্পূর্ণ সম্পাদন সম্ভব না হয়, তবে সংশ্লিষ্ট বিধায়ককে ওই প্রকল্পের সংশোধনের জন্য অনুরোধ করা হবে। যদি ওই বিধানসভা ক্ষেত্রের সদস্যপদে পরিবর্তন ঘটে ও পরামর্শ করার জন্য আগের বিধায়ক না পাওয়া যায় তাহলে ওই ক্ষেত্রে নব-নির্বাচিত বিধায়ক এই সংশোধন করতে পারবেন।

৩. বিনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষগণ :

৩.১ সঞ্চালক দপ্তর : রাজ্যস্তরে উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ প্রকল্পের অর্থ অনুমোদন, নির্দেশাবলী রচনা, কর্ম পদ্ধতি, তদারকি এবং মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দপ্তর হিসাবে সঞ্চালক বিভাগের কাজ করবে।

৩.২ মঞ্জুরী কর্তৃপক্ষ : বিধায়কদের সুপারিশ করা প্রকল্পের ক্ষেত্রে যাঁরা নির্দিষ্ট মঞ্জুরী কর্তৃপক্ষ :-

(ক) দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ ছাড়া অন্যত্র জেলা পরিকল্পনা কমিটি।

(খ) কলকাতা পুর এলাকায় কমিশনার।

(গ) দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ এলাকায় সংশ্লিষ্ট প্রধান সচিব।

৩.৩ আহরণ ও ব্যয়ন কর্তৃপক্ষ : এই তহবিলের অর্থ নিয়ম মতো তুলে খরচ করার কর্তৃপক্ষ হলেন : (ক) দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ ছাড়া অন্যত্র জেলা পরিকল্পনা কমিটি।

(খ) কলকাতা পুর এলাকায় কমিশনার, কে.এম.সি.।

(গ) দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ এলাকায়, সংশ্লিষ্ট প্রধান সচিব।

৩.৪ রূপায়ণকারী সংস্থা : এই প্রকল্পের রূপায়ণ পঞ্চায়েত/পৌরসভা/পৌরনিগম/সরকারী দপ্তর/সরকারী নিগম বা সরকারের অধীন সংস্থার দ্বারা হবে। সংশ্লিষ্ট বিধায়কের সঙ্গে আলোচনা করে নির্দিষ্ট রূপায়ণকারী সংস্থা ঠিক করতে হবে। যদি প্রকল্প অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ওই সংস্থার কাজের বিশ্বাসযোগ্যতায় সন্তুষ্ট

হন তাহলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উপরোক্ত সংস্থাগুলি ছাড়াও অন্য সংস্থার দ্বারা প্রকল্প রূপায়িত হতে পারে।

৪. অর্থের অধিকার :

৪.১ বিধানসভার পূর্ণ মেয়াদকালে নবগঠিত বিধানসভার সমস্ত সদস্য প্রত্যেক আর্থিক বছরে এই প্রকল্পের জন্য নির্দেশিকা অনুসারে পুরোটাই পাবার যোগ্য।

৪.২ যখন কোনো বিধায়কের কার্যকাল আর্থিক বৎসরের প্রথম অর্ধের মধ্যে শুরু হয় এবং আর্থিক বৎসরের দ্বিতীয় অর্ধের মধ্যে শেষ হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত বিধায়ক সম্পূর্ণ অর্থই পাবেন। যদি কোনো বিধায়কের কার্যকাল আর্থিক বৎসরের দ্বিতীয় অর্ধে শুরু হয় তিনি মোট অর্থের শতকরা ৫০ ভাগ ওই বৎসরের জন্য পাবেন। একই ভাবে কোনো বিধায়কের কার্যকাল যদি আর্থিক বৎসরের প্রথম অর্ধে শেষ হয় তাহলে তিনি সেই আর্থিক বছরের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ অর্থ প্রস্তাব করতে পারেন। আর কার্যকাল আর্থিক বৎসরের দ্বিতীয় অর্ধে শেষ হলে তিনি পুরো টাকাটাই প্রস্তাব করতে পারেন।

৪.৩ যদি কোনো বিধায়ক পদত্যাগ, সদস্যপদ অবসান বা অন্য কোনো কারণে বিধায়ক না থাকেন তবে ওই বিধানসভা ক্ষেত্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক তাঁর পূর্ববর্তী বিধায়কের অ-মঞ্জুরীকৃত তহবিলের জন্য প্রকল্প সুপারিশের অধিকারী হবেন।

৪.৪ যদি কোনো বিধায়ক তাঁর কার্যকালে বিশেষ কোনো কারণে নির্দেশিকার সংস্থান মতো তাঁর বরাদ্দ অর্থাংকের সমমূল্যের বা আংশিক মূল্যের কর্মপ্রকল্পটি সুপারিশ করতে ব্যর্থ হন সেক্ষেত্রে বিধানসভার বাকি পর্বের জন্য যিনি বিধায়ক হবেন তিনি স্বাভাবিক নিয়মে তাঁর ওই বিধানসভার সদস্য থাকাকালীন যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় সুপারিশ করার অধিকারী তাছাড়াও পূর্বোক্ত অর্থাংকের কর্মপ্রকল্প সুপারিশ করতে পারবেন।

৪.৫ বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা অথবা বিধানসভা থেকে পদত্যাগ বা পদচ্যুতি হলে বা বিধানসভার কার্যকাল শেষ হলে কোনো বিধায়ক কোনো কর্মপ্রকল্প পেশ করতে পারবেন না। যে সমস্ত সুপারিশকৃত কর্মপ্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে তা পরবর্তী বিধানসভার মেয়াদকালে খরচ করা যাবে। কিন্তু যদি কর্মপ্রকল্পের বিধানসভার মেয়াদকালে কোনো অর্থ কোনো রূপায়ণের জন্য অনুমোদন না করা হয় যখন বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে তখন সেই অর্থ তামাদি বলে গণ্য হবে এবং অ-ব্যবহৃত অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে যথাযথ খাতে জমা দিয়ে সঞ্চালক বিভাগকে জানাতে হবে। যে অর্থ ব্যয় করার জন্য কোন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি তা বিধানসভার কার্যকাল শেষ হবার

ছয় মাসের মধ্যে অথবা ৩১শে মার্চ, যেটি পরে হবে তার মধ্যে সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে। ট্রেজারি চালানের একটি অনুলিপি (ফোটোকপি) সঞ্চালক বিভাগে পাঠাতে হবে।

৫. অর্থ বরাদ্দ :

৫.১ সঞ্চালক বিভাগ মোট বরাদ্দের শতকরা ৫০ ভাগ প্রথম কিস্তি হিসাবে বিধায়কদের দেবেন। দ্বিতীয় কিস্তি অর্থাৎ মোট বরাদ্দের বাকি ৫০ ভাগ একমাত্র যথাযথ খরচের এবং অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ খরচের শংসাপত্র পাবার পরই চলতি আর্থিক বছরের জন্য দেওয়া হবে। পরবর্তী বছরগুলিতে মোট বরাদ্দের যেকোন অর্থ দেবার আগে তার আগে পর্যন্ত দেওয়া অর্থের অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ খরচের শংসাপত্র দিতে হবে।

৫.২ এই প্রকল্পে যে অর্থ প্রতিটি বিধানসভা ক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ আছে তা সম্পূর্ণ খরচ না হলে সেই অর্থ পরের বছরে খরচ করা যাবে কিন্তু তা ওই বিধানসভার মেয়াদ কালের মধ্যে করতে হবে। কোনো একটা বছরে যদি টাকা খরচ করা না হয় তাহলে প্রতিটি বিধানসভা ক্ষেত্র বাবদ কোনো রকম বাদ না দিয়ে সম্পূর্ণ ৪০ লক্ষ টাকাই দেওয়া হবে। তবে এই ক্ষেত্রে কাজের অগ্রগতি ও ব্যয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি আর্থিক বছরে মঞ্জুরীকৃত ৪০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা খরচ হয় তাহলে বাকি ১৫ লক্ষ টাকা পরবর্তী বছরে ৪০ লক্ষ টাকার সঙ্গে বরাদ্দ করা যেতে পারে। সঞ্চালক বিভাগ অবশ্যই নির্দেশিকা অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করবে। যদি কোনো অর্থ সুপারিশের অভাবে বিধানসভা ভেঙে যাওয়ার সময় খরচ করা না হয়ে থাকে তবে তা তামাদি হয়ে যাবে।

৫.৩ যদি কোনো বিধায়ক তাঁর নির্বাচন ক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ অর্থ ব্যবহার করতে না চান তবে তিনি তা সঞ্চালক বিভাগকে লিখিতভাবে জানাবেন এবং সঞ্চালক বিভাগ সেক্ষেত্রে কোনো অর্থ বরাদ্দ করবে না। যদি ইতিমধ্যে এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে তবে সঞ্চালক বিভাগ তা ফেরৎ নিয়ে নেবে।

৫.৪ প্রয়োজনে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ ওই অর্থ কমিশনার, কোলকাতা পৌর নিগম/প্রধান সচিব, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ অথবা জেলা শাসককে বরাদ্দ করতে পারে।

৫.৫ কোলকাতা পৌরনিগম এলাকাভুক্ত বিধানসভা ক্ষেত্রগুলির জন্য ওই অর্থ কলকাতা পৌর নিগমের কমিশনারকে বরাদ্দ করা হবে। দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত বিধানসভা কেন্দ্রগুলির জন্য এই

অর্থ প্রধান সচিব, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ-কে দেওয়া হবে। দার্জিলিং জেলার যেসমস্ত বিধানসভা কেন্দ্র দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের বাইরে সেসব ক্ষেত্রে এই অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলা শাসককে দেওয়া হবে। কমিশনার, কলকাতা পৌর নিগম / প্রধান সচিব, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ অথবা জেলা শাসক বিধায়ক তথা বিধানসভা কেন্দ্র ভিত্তিক অর্থের আলাদা হিসাব রাখবেন এবং এই খাতে জমা-খরচের বিস্তারিত বিবরণ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষকে এবং সংশ্লিষ্ট বিধায়ককে অবহিত করবেন।

৫.৬ সঞ্চালক দপ্তর এই প্রকল্পে যে অর্থ বরাদ্দ করবেন তা সংশ্লিষ্ট কমিশনার, কলকাতা পৌর নিগম/প্রধান সচিব, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ অথবা জেলা শাসক তাদের ব্যক্তিগত লেজার বইতে জমা করবেন। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ বিধায়ক পিছু আলাদা হিসাব এই অর্থের জন্য উদ্দিষ্ট যথাযথ সহায়ক লেজারে রাখবেন।

৬. নজরদারি ও তথ্য সরবরাহ :

৬.১ এই প্রকল্পের অধীন সমস্ত কাজের যথাযথ রূপায়ণের জন্য অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ সম্পাদনকারী সংস্থাসমূহ বিধায়ক বা তাঁর প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিত বা মাসে অন্তত একবার নজরদারির বৈঠক আয়োজন করবেন। কাজের মান বজায় রাখার জন্য কাজগুলি নিয়মিত পরিদর্শন করারও ব্যবস্থা করতে হবে। বিধায়ক বা তাঁদের প্রতিনিধিদের এই পরিদর্শনের সময় যতদূর সম্ভব সংযুক্ত করতে হবে।

৬.২ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্পের অধীন সমস্ত প্রকল্পের নির্বাচন ক্ষেত্র অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ব্যয় প্রতিবেদন সংযোজনী-৩-এ প্রদত্ত ছকে সঞ্চালক বিভাগকে পাঠাবেন। এই প্রতিবেদনের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিধায়ককে পাঠাতে হবে। সদ্ব্যবহার শংসাপত্র উল্লিখিত ছক (সংযোজনী-৪) অনুসারে দুই প্রস্থ সঞ্চালক বিভাগকে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ পাঠাবেন।

৬.৩ জেলা পর্যায়ে আলোচনা ছাড়াও বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের পর্যালোচনার জন্য প্রতি মাসে ব্লক পর্যায়স্তরে একটি বৈঠক করতে হবে, যেখানে কি অনুমোদন পাওয়া গেল, কর্মপ্রকল্প কতটা রূপায়ণ করা হলো এবং সমাপ্তি সম্বন্ধে শংসাপত্র দেওয়া হলো কিনা তা নিয়ে আলোচনা হবে। এই আলোচনা সভায় যাঁরা এই প্রকল্প রূপায়ণের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের সকলকেই রাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিধায়ক যাতে উপস্থিত থাকতে পারেন সেজন্য অন্তত ৭ থেকে ১০ দিন আগে তাঁকে সভার দিনটি জানাতে হবে। প্রকল্পের রূপায়ণ যথাযথ হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক ওই সভায় সভাপতিত্ব করলে

ভালো হয়। জেলা প্রকল্প পর্যায় আধিকারিক ব্লক স্তরীয় সভায় উপস্থিত থাকবেন। রূপায়ণকারী সংস্থা, (ক) অনুমোদিত প্রকল্পের স্বীকৃত হিসাব যথাশীঘ্র পেশ করবেন, এবং (খ) যে কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তার ক্ষেত্রে সমাপ্তি সম্বন্ধে শংসাপত্র পেশ করবেন। জেলা শাসক, বিভাগীয় কমিশনার এবং উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগকে এইসব সভার ফলাফল জানাতে হবে।

৬.৪ জেলাস্তরে এই প্রকল্পের অধীনে কাজের পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা প্রত্যেক মাসে (যে মাসে ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা কমিটির সভা বসবে সেই মাস বাদে) অনুষ্ঠিত হবে যেখানে বিধায়ক / তাঁদের প্রতিনিধি এবং রূপায়ণকারী সংস্থাকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হবে। এই ধরণের সভার বিস্তারিত বিবরণ সঞ্চালক বিভাগকে অবশ্যই পাঠাতে হবে।

৬.৫ এই প্রকল্পাধীনে উদ্যোগগুলি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য প্রত্যেক জেলা/কলকাতা পৌর নিগম/দার্জিলিং গোর্খা স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদ একটি করে পর্যালোচনা কমিটি গঠন করবেন, যা প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার সভা করে অর্থ আদায়, প্রাপ্ত সুপারিশ এবং অনুমোদনের জন্য ব্যবস্থা এবং রূপায়ণ ও সমাপ্তি শংসাপত্র ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করবেন বা রূপায়ণে কোনো সমস্যা যদি থাকে তবে তার সমাধানে উদ্যোগী হবে। প্রকল্প ভিত্তিক মূল্যায়ণ ও এই সভার বিস্তারিত বিবরণ অবশ্যই সঞ্চালক বিভাগকে জানাতে হবে। এই কমিটির সভাপতিত্ব করবেন জেলা শাসক। জেলা প্রকল্প পর্যায় আধিকারিক এই কমিটিতে থাকবেন। সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা শাসকও এই কমিটির একজন সদস্য হবেন। কলকাতা পৌর নিগম এবং দার্জিলিং গোর্খা স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে কমিশনার, কলকাতা পৌর নিগম ও প্রধান সচিব, দার্জিলিং গোর্খা স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদ, কমিটির সভাপতিত্ব করবেন। প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হবেন সদস্য সচিব এবং সংশ্লিষ্ট যুগ্ম কমিশনার / যুগ্ম সচিব অথবা উপসচিব সদস্য হবেন। বিধায়ক / তাঁদের প্রতিনিধি এবং রূপায়ণকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা স্থায়ী আমন্ত্রিত থাকবেন।

৭. নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ :

৭.১ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ বিধায়ক পিছু এবং একটি বিধানসভার মেয়াদের মধ্যে পড়ে এমন প্রতি আর্থিক বৎসর অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ, প্রকল্প সুপারিশ, অর্থ অনুমোদন এবং কাজ সম্পন্ন হওয়ার হিসাব রাখবেন। এই জন্য প্রয়োজনীয় ছক সংযোজনী-৫ ও ৬এ দেওয়া আছে। বিধানসভার মেয়াদের মধ্যে এই হিসাব ৬ মাসের মধ্যে অথবা পরবর্তী ৩১শে মার্চ, যেটি পরে হবে তার মধ্যে

সম্পন্ন করতে হবে এবং যে অর্থ সুপারিশকৃত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে ব্যবহৃত হয়নি তা সংশ্লিষ্ট ট্রেজারিতে যথাযথ খাতে জমা দিতে হবে।

৭.২ অনুমোদন কর্তৃপক্ষ বিধায়ক পিছু এবং প্রত্যেক বিধানসভার মেয়াদের জন্য খাতা রাখবেন, যাতে সুপারিশ করা প্রকল্পগুলি সম্পর্কে তথ্যাদি যেমন, সুপারিশের তারিখ, কাজের খরচ, এলাকা, ক্ষেত্র, আনুমানিক খরচ, অনুমোদনের তারিখ, কাজ শুরুর তারিখ এবং কাজ শেষ করার তারিখ, প্রকৃত ব্যয় এবং অর্থ ব্যবহারের শংসাপত্র এবং পরীক্ষিত হিসাবের শংসাপত্র থাকবে। তফশিলিজাতি/উপজাতি এলাকায় তফশিলিজাতি/উপজাতি বা মহিলা ও শিশুদের জন্য বা স্বনির্ভরগোষ্ঠী বা সংখ্যালঘুদের জন্য উদ্দিষ্ট প্রকল্পে কোনো কারণে প্রকল্প ব্যয়ের পরিবর্তন হলে বা কোনো প্রকল্প শেষ না করা গেলে তার কারণ নির্দিষ্ট খাতায় "মন্তব্য" কলমে লিখে রাখতে হবে।

৭.৩ জেলায় অথবা কলকাতা পৌর নিগম/দার্জিলিং গোর্খা স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদ এলাকায় হাতে-নেওয়া কর্মপ্রকল্পগুলির কাজে নজরদারির জন্য অনুষ্ঠিত সমস্ত পর্যালোচনা সভা ও কমিটি বৈঠকের কার্যবিবরণী ওই দপ্তরে রক্ষিত খাতায় লিখে রাখতে হবে। এর অনুলিপি সঞ্চালক দপ্তরকে অবশ্যই দিতে হবে।

৭.৪ যে কোন রকম তদারকির তথ্যাবলী রাখতে হবে।

৮. সম্পদের মালিকানা ও রক্ষণাবেক্ষণ :

সৃষ্ট স্থায়ী সম্পদের মালিকানা স্থানীয় সংস্থা (পুর/গ্রামীণ) স্বায়ত্ব সংস্থা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের হাতে থাকা বাঞ্ছনীয়। অধিকারী হিসাবে স্থানীয় সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান সরকারের হয়ে ব্যবহারকারীদের দ্বারা এর যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন সুনিশ্চিত করবেন।

৯. আয়-ব্যয় পরীক্ষা :

এই প্রকল্প সরকারের আর্থিক নিয়ম এবং আয়-ব্যয় পরীক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

১০. কার্যকরণ :

এই নির্দেশিকা ১লা এপ্রিল ২০০৮ থেকে কার্যকর হবে। ২০০৫ সালের আগস্ট-এর বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, সংশোধিত নির্দেশিকা অনুযায়ী ইতিমধ্যে হাতে নেওয়া কোনো কাজ ২০০৮-এর বি ই ইউ পি-র পরিপন্থী হলেও এর দ্বারা কোনোভাবে প্রভাবিত হবে না।

পরিশিষ্ট - ১

উদাহরণমূলক কিন্তু নিঃশেষ নয় এমন বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে গ্রহণযোগ্য কিছু কাজের তালিকা

১. কৃষি এবং কৃষি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড :

১.১ কৃষি বিপননের জন্য নির্মাণ/পরিকাঠামো সুবিধা বৃদ্ধি যা অন্য কোনো সরকারী বা আঞ্চলিক সংস্থার কর্মপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়।

১.২ সরকার বা আঞ্চলিক সংস্থার জন্য পশুচিকিৎসা সহায়ক কেন্দ্র, কৃত্রিম উপায়ে বীর্য নিষেক ও প্রাণী প্রজনন ইত্যাদির জন্য নির্মাণ / পরিকাঠামো সুবিধা বৃদ্ধি যা কোনো কর্মপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়।

১.৩ সরকারী / আঞ্চলিক সংস্থায় ও গণ পুকুরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে মৎস্য প্রকল্পের জন্য নির্মাণ ও পরিকাঠামো বৃদ্ধির সুবিধা যা কোনো কর্মপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ :

২.১ কোনো কর্মপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয় এই রকম ক্ষুদ্র সেচের জন্য নির্মাণ ও সম্প্রসারণ।

২.২ অন্য কোনো কর্মপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয় এরকম ক্ষেত্রে সেচের জন্য জল সঞ্চয় কাঠামো।

২.৩ অন্য কোনো কর্মপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয় এরকম ক্ষেত্রে জল জমে-থাকা বা বন্যা-প্রবণ এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা/কালভার্ট নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ।

৩. শক্তি :

৩.১ প্রত্যন্ত অঞ্চলে সৌর শক্তির ব্যবহার/সৌর আলোর জন্য ডব্লু বি আর ই ডিএ থেকে সরঞ্জাম ক্রয় ও সেগুলি লাগানো যা কোনো কর্মপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩.২ গ্রামীণ ও শহরের রাস্তায় বিদ্যুতায়ন যা অন্য কোনো কর্মপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩.৩ ডব্লু বি ই আর ডিএ-র মাধ্যমে গৃহস্থালিতে ব্যবহারযোগ্য সার্বজনীন আলোর জন্য জৈব গ্যাস প্রকল্প যা কোনো প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩.৪ বিদ্যুৎ দপ্তরের কোনো কর্মপ্রকল্প বা যোজনাধীন নয় এরকম গ্রামীণ ও শহর এলাকায় বিদ্যুতায়ন।

৪. পরিবহন :

৪.১ গ্রাম ও শহরের গলি/উপগলিতে আংশিক রাস্তা, অভিমুখী পথ, সংযোগ রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণ ও আপৎকালীন মেরামতি যা অন্য কোনো কর্মপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৪.২ রাস্তার ওপরে কালভার্ট সেতু নির্মাণ বা আপৎকালীন মেরামতি যা অন্য কোনো প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৪.৩ গ্রামাঞ্চলে ফুটপাথ এবং ফুটব্রিজ নির্মাণ বা কোনো আপৎকালীন মেরামতি যা কোনো কর্মপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৪.৪ ৪.১ থেকে ৪.৩-এ উল্লেখিত কোনো কর্মপ্রকল্পে যোজনার সুবিধাদি উন্নত বা সম্প্রসারিত করার জন্য প্রয়োজনীয় যে-কোনো কাজ যা অর্থাভাবে হাতে নেওয়া যায়নি এবং মূল ব্যয় খাতে ধরা হয়নি।

৫. সামাজিক পরিষেবাদি :

ক. শিক্ষা :

৫.১ সরকারী / আঞ্চলিক সংস্থার অথবা সরকার সহায়িত / পোষিত বিদ্যালয় ভবন, ছাত্রাবাস, গবেষণাগার ইত্যাদির সংস্কার ও সম্প্রসারণ বা অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ যা কোনো প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৫.২ সরকারী / আঞ্চলিক সংস্থার অথবা সরকার সহায়িত / পোষিত বিদ্যালয় ভবন, ছাত্রাবাস, সরকারী সমাজকল্যাণ কেন্দ্র ইত্যাদির জন্য পানীয় জল, জল সরবরাহ ব্যবস্থা-সহ শৌচাগার, রান্না ঘর নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও সংস্কার যা কোনো কর্মপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৫.৩ সাক্ষরতা কেন্দ্র / বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলির জন্য আলোর ব্যবস্থা যা কোনো কর্মপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৫.৪ উচ্চ বিদ্যালয় / মহাবিদ্যালয়, যেখানে কমপিউটার শিক্ষা চালু হয়েছে সেখানে কমপিউটারের মতো বৈদ্যুতিন প্রকল্প।

৫.৫ যেখানে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি এরকম বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৌর আলোর ব্যবস্থা।

৫.৬ সাক্ষরতা কর্মসূচি-সহ বিশেষত বয়স্ক সাক্ষরতাকে উৎসাহ দিতে সাধারণ গ্রন্থাগার ও সার্বজনীন পাঠকক্ষের পরিকাঠামো সম্প্রসারণ যা কোনো কর্মপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়।

খ. জল সরবরাহ এবং অনাময় :

৫.৭ গ্রাম, শহর ও নগরে প্রয়োজন মতো পানীয় জলের পরিষেবার জন্য নলকূপ / আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ বসানো যা কোনো কর্মপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৫.৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য শৌচাগার, অনাময় ব্যবস্থা ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা যা কোনো কর্মপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৫.৯ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বা উপকেন্দ্রের জন্য শৌচাগার, অনাময় ব্যবস্থা ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা যা কোনো প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৫.১০ সরকারী অথবা স্থানীয় সংস্থা পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে/চিকিৎসালয়ে/হাসপাতালে আগত রোগী এবং রোগীর সঙ্গের লোকজনদের জন্য শৌচাগার, অনাময় ব্যবস্থা ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা।

৫.১১ বাসস্ট্যান্ড বা বাজার এলাকায় জল সরবরাহ সহ সুলভ শৌচালয় নির্মাণ যা কোনো প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই সুবিধাদি পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণ স্থানীয় সংস্থা সরাসরি বা কোনো স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে করবে।

৫.১২ সাধারণ পাঠাগার ও সার্বজনীন পাঠকক্ষে প্রয়োজন মতো পাঠকদের জন্য শৌচাগার, অনাময় ব্যবস্থা ও জলসরবরাহ ব্যবস্থা যা কোনো কর্মপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ-সমস্ত সুবিধার দেখভাল করবে।

গ. আবাসন :

৫.১৩ সরকারী জমি বা স্থানীয় সংস্থার জমিতে বৃদ্ধ, শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং বন্যাদুর্গতদের জন্য গণআশ্রয় শিবির নির্মাণ এবং পরিবর্ধন যা কোনো কর্মপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়। রূপায়নকারী সংস্থার যথেষ্ট কারিগরি দক্ষতা থাকা চাই।

ঘ. পর্যটন কেন্দ্র :

৫.১৪ কোন কর্মপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয় এরকম গ্রামীণ পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণ ও পানীয় জল এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা।

ঙ. সমাজ কল্যাণ :

৫.১৫ সরকার অথবা স্থানীয় সংস্থা, বিশেষত নদী এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় প্রবন এলাকার জন্য যন্ত্রচালিত নৌকা ক্রয়।

৫.১৬ কোন কর্মপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয় এরকম বাসস্ট্যান্ড এবং নিয়ন্ত্রিত বাজার এলাকায় শৌচাগার ও পানীয়জলের ব্যবস্থা-সহ বিশ্রামাগার।

৫.১৭ পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীর মানুষজন / সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় এবং / অথবা পিছিয়ে-পড়া এলাকার মানুষজনের কল্যাণার্থে সার্বজনীন কেন্দ্র / সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ।

৫.১৮ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আয় সৃষ্টি কর্মপ্রকল্পগুলির জন্য পরিকাঠামো সৃষ্টি।

৫.১৯ স্থানীয় সংস্থা, যেমন— পঞ্চায়েত সংস্থাসমূহ, পৌর সংস্থা এবং পৌরনিগমের মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়।

পরিশিষ্ট - ২

উদাহরণমূলক কিন্তু নিঃশেষ নয় এমন কিছু কাজের তালিকা যা বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে অনুমোদনযোগ্য নয়

১. যে কোন অফিস-ভবন নির্মাণ, আবাসিক ভবন এবং অন্যান্য ভবন নির্মাণ যা পরিশিষ্ট-১-এর অনুমোদিত তালিকার বাইরে।

২. বাণিজ্যিক সংস্থা সমূহ, বে-সরকারী সংস্থা ও সংস্থাসমূহ, কর্মী সংগঠন ও পেশাদারদের সংগঠন ইত্যাদির কাজ।

৩. পরিশিষ্ট-১-এ উল্লেখিত এবং সরকারী বিদ্যালয়, সরকার-পোষিত / সহায়তাপ্রাপ্ত বিদ্যালয়, সরকারী হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সুসংহত শিশুবিকাশ কেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, সর্বশিক্ষা কেন্দ্র, সরকারী ও সরকার-পোষিত গ্রন্থাগার ইত্যাদি ব্যতীত অন্য যে কোনো স্থায়ী সম্পদের মানোন্নয়নের জন্য মেরামতি এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ।

৪. সরকারী বিদ্যালয় এবং সরকার-পোষিত বিদ্যালয় যেখানে, কমপিউটার শিক্ষা একটি বিষয় হিসাবে চালু, সেগুলি ছাড়া অন্যান্য সংঘ / সংস্থা এবং সরকারী ও সরকার-পোষিত বিদ্যালয়ে কমপিউটারের মতন বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম।

৫. নির্দেশিকার সংস্থানে ও পরিশিষ্ট-১ অনুসারী নয় এমন যে কোনো সামগ্রী ক্রয়।

৬. ভূমি ও ভবনের অধিগ্রহণ এবং সেই কারণে দেয় যে কোনো ক্ষতিপূরণ।

৭. ব্যক্তি-বিশেষের সুবিধার জন্য সম্পদ।

৮. যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় সংস্থাকে অনুদান এবং ঋণ।

৯. ধর্মীয় উপাসনাস্থল।

১০. স্মারক-সৌধ অথবা স্মারক-ভবন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
উন্নয়ন পরিকল্পনা বিভাগ
পৌরভবন, এফ ডি ৪১৫এ, সেক্টর - তিন
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০১০৬

সংখ্যা ১১৮-এফ এস (২৯৫)/বি পি/ বি ই ইউ পি/ ১ এম-১/২০০১

তাং. কলকাতা, ২৬শে মে ২০০৮

প্রেরক :শ্রী গৌতম ঘোষ, আই, এ, এস,
যুগ্ম সচিব,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাপক : শ্রী/শ্রীমতী.. বিধায়ক/বিধায়িকা, গ্রাম...................
ডাকঘর... জেলা..................................

বিষয় : বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আর্থিক বরাদ্দের বৃদ্ধি

মহাশয়/মহাশয়া,

কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে আমি জানাচ্ছি যে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ২০০৮-০৯ সালে ৪০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। বিষয়টি পরিমার্জিত নির্দেশিকায় যথাযথভাবে সংযোজিত করা হবে এবং প্রকাশ করা হবে।

এই নির্দেশ অর্থ (বাজেট) বিভাগের গ্রুপ 'এন'-এর ইউ ও নং ০১৩৭ তাং ২৫.০৪.২০০৮ দ্বারা অনুমোদিত।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর
যুগ্ম সচিব
পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ
পৌরভবন। এফ ডি ৪১৫এ, সেক্টর-তিন
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০১০৬

স্মারকনং-১৬৩৫(৮০০)/ডি পি/বি ই ইউ পি/১ সি-৩/২০০৭ (পার্ট-ওয়ান)

তারিখ : কলকাতা, ২৩শে জুলাই ২০০৮

প্রেরক : শ্রীগৌতম ঘোষ, আই, এ, এস।
যুগ্ম সচিব,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাপক :

১) প্রধান সচিব, দার্জিলিং গোর্খা স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদ।
২) মহাধ্যক্ষ, কলকাতা পৌর সভা।
৫, এস, এন, ব্যানার্জী রোড। কলকাতা-৭০০০১৩।
৩) বিভাগীয় প্রধান.. বিভাগ।
৪) জেলা শাসক .... জেলা।
৫) কার্য নির্বাহী আধিকারিক শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ।
৬) জেলা উন্নয়ন আধিকারিক ....।
৭) মহকুমা শাসক ....।
৮) ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ....।
৯) শ্রী/শ্রীমতী... বিধায়ক/বিধায়িকা।
গ্রাম .... ডাকঘর ....
থানা .... জেলা ....

বিষয় : বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প নির্দেশিকা ২০০৮ এর কয়েকটি বিষয়ে ব্যবস্থা।

মহাশয়/মহাশয়া

এই বিভাগের স্মারকনং ৭৫৮/টি পি/বি ই ইউ পি/১জি-১/ ২০০৬ (পার্ট-১)/ আর, তারিখ ০৪।০৬।০৮ সূত্রে এবং অর্থ (বাজেট) বিভাগ গ্রুপ 'এন'-এর ইউ ও নং ০৬২৯ দ্বারা অনুমোদিত হওয়ায় বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের কয়েকটি বিষয় আপনার অবগতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংযোজিত করা হল।

স্বাক্ষর
যুগ্মসচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংযোজিত : যেমন বলা আছে।

সংখ্যা : ১৬৩৫ (৮০০)/১/ডিপি/বি ই ইউ পি/১ সি-৩/২০০৭ (পার্ট-১)

এই বিভাগের প্রধান সচিবকে অনুলিপি দেওয়া হল।

স্বাক্ষর
যুগ্মসচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কলকাতা
২৩শে জুলাই ২০০৮

উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সমূহ যা অর্থ (বাজেট) বিভাগ এর ইউ ও নং ০৬২৯-গ্রুপ এন এর মাধ্যমে সম্মতিপ্রাপ্ত :-

১) বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে পাঠ্য পুস্তক ক্রয় শর্তাবলী :-

কোনো সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বা পোষিত বিদ্যালয়ের কোনো ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া যাবে না। তবে ঐ বিদ্যালয়গুলিকে এবং সরকারি গ্রন্থাগারগুলিকে পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করে দেওয়া যাবে।

২) স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পরিকাঠামো - যে সমস্ত গোষ্ঠীর সরকারি পরিকল্পনার আওতায় ব্যাঙ্ক আমানত আছে তাদের পরিকাঠামোর জন্য সাহায্য করা যাবে, যদি তাদের আয়মুখী প্রকল্পটি যথাযথভাবে অনুমোদিত হয় এবং বিশেষ কারণে যেমন শেড তৈরি, শূকর পালন বা ছাগল পালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই সাহায্য দেওয়া যাবে। তবে কোনো অস্থায়ী সম্পদ কেনার জন্য সাহায্য দেওয়া যাবে না।

৩) মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো অ-সরকারি সংস্থা বা সংগঠনকে রূপায়ণকারী সংস্থা হিসাবে বেছে নিলে তাদের কাজের এলাকায় সংস্থাটির সুনাম আছে কী না সেটির কাজ অবশ্যই তাদের লাভের জন্য নয় এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। সংস্থাটিকে নথিভুক্ত হতে হবে এবং বিগত তিন বছরের এধরনের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। (এটি সাংসদদের এলাকা উন্নয়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী করা হয়েছে)।

৪) সাংসদ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে বর্তমানে একজন সাংসদ বছরে ২ কোটি টাকা ব্যয় করতে পারেন এবং কোনো অ-সরকারি সংস্থা যে সব প্রকল্প চালায় তার ব্যয়সীমা ২৫ লক্ষ টাকা হিসাবে নির্দিষ্ট করা আছে।

একইভাবে একজন বিধায়ক বছরে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পারবেন এবং অ-সরকারি সংস্থার কোনো প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যয়ের উর্ধ্বসীমা ৬.৫০ লক্ষ টাকার বেশি হবে না।

৫) ঐতিহ্যসম্পন্ন বা প্রত্নতাত্ত্বিক সৌধের সংস্কার বা মেরামতির জন্য সেই কাজটি যদি কেন্দ্রীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগ দ্বারা অনুমোদিত হয় তবে সেটিকে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আনা যাবে। (এটি সাংসদ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে অনুমোদিত)

৬) স্থায়ী ক্রীড়া সংস্কার এবং মাল্টি জিম এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদিও বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে ক্রয় করা যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ
পৌরভবন, চতুর্থ তল,
এফ.ডি.-৪১৫ এ, সেক্টর - তিন,
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০১০৬

সংখ্যা ১৯৭৩(৪৫০)/ডি.পি/বি.ই.ইউ.পি./১জি-১/২০০৮

তারিখ : কলকাতা, ১লা সেপ্টেম্বর, ২০০৮

প্রেরিকা : শ্রীমতী কল্যাণী সরকার, আই.এ.এস,
বিশেষ সচিব,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রতি :
১) বিভাগীয় কমিশনার ....,
২) কমিশনার, কলকাতা পৌর নিগম,
৩) জেলা শাসক ....,
৪) মহকুমা শাসক ....,
৫) সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ....,

বিষয় : শবদেহবাহী যান ক্রয়।

মহাশয়,

কলকাতা পৌর নিগম তাদের পত্রসংখ্যা বি.ই.ইউ.পি./০৩৬/০৮-০৯ তারিখ ১৯.০৫.২০০৮ এ বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে শবদেহবাহী যান ক্রয় সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা চেয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে জানাই যে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প নির্দেশিকার ১.১ অংশে স্পষ্টতঃ বলা আছে যে বরাদ্দ অর্থ সামাজিক পরিষেবা, উন্নয়ন এবং জনকল্যাণখাতে এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নতি হবে তার জন্য ব্যয় করা যাবে। সুতরাং এই প্রকল্পে 'শবদেহ যান ক্রয়' প্রস্তাবিত হলে, তাতে আপত্তির কোনো কারণ নেই।

অর্থ বিভাগের গ্রুপ 'এন' এর ইউ.ও. নং ০৮৭ তারিখ ৮.৮.০৮-এর সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশনামা জারী হল।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর
বিশেষ সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংখ্যা: ১৯৭৩(৪৫০)/১(৩০০)/ডি.পি./বি.ই.ইউ.পি./১জি-১/২০০৮

তারিখ : কলকাতা, ১লা সেপ্টেম্বর, ২০০৮

অবগতির জন্য অনুলিপি দেওয়া হল :

১) শ্রী/শ্রীমতী .... বিধায়ক/বিধায়িকা, গ্রাম ....
ডাকঘর .... জেলা ....

২) জেলা পরিকল্পনা আধিকারিক

স্বাক্ষর

বিশেষ সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কলকাতা
১লা সেপ্টেম্বর ২০০৮

পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ
পৌরভবন, চতুর্থ তল,
এফ.ডি.-৪১৫ এ, সেক্টর - তিন,
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০১০৬

সংখ্যা ২১৭৭(৪৫০)/ডি.পি/বি.ই.ইউ.পি./১জি-১/২০০৮

তারিখ : কলকাতা, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০০৮

প্রেরিকা : শ্রীমতী কল্যাণী সরকার, আই.এ.এস,
বিশেষ সচিব,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রতি :
১) বিভাগীয় কমিশনার ....,
২) কমিশনার, কলকাতা পৌর নিগম,
৩) জেলা শাসক ....,
৪) মহকুমা শাসক ....,
৫) সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ....,

বিষয় : পানীয় জলবাহী যান

মহাশয়,

কলকাতা পৌর নিগম বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পানীয় জলবাহী যান ক্রয় সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা চেয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে জানাই যে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প নির্দেশিকার ১.১ অংশে স্পষ্টতঃ বলা আছে যে বরাদ্দ অর্থ সামাজিক পরিষেবা, উন্নয়ন এবং জনকল্যাণ খাতে এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নতির জন্য ব্যয় করা যাবে। সুতরাং এই প্রকল্পে 'পানীয় জলবাহী যান ক্রয়' প্রস্তাবিত হলে, তাতে আপত্তির কোনো কারণ নেই।

অর্থ বিভাগের গ্রুপ 'এন' এর ইউ. ও. নং ১১৮৬ তারিখ ১৮.৯.০৮ এর সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশনামা জারী হল।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর
বিশেষ সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংখ্যা: ২১৭৭(৪৫০)/১(৩০০)/ডি.পি./বি.ই.ইউ.পি./১জি-১/২০০৮

তারিখ : কলকাতা, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০০৮

অবগতির জন্য অনুলিপি দেওয়া হল :

১) শ্রী/শ্রীমতী .... বিধায়ক/বিধায়িকা, গ্রাম ....
ডাকঘর .... জেলা ....

২) জেলা পরিকল্পনা আধিকারিক

স্বাক্ষর

কলকাতা
২৩শে সেপ্টেম্বর ২০০৮

বিশেষ সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার